ড্রাফট

বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের উৎপাদনশীলতা

গবেষণা প্রতিবেদন

জুন, ২০১৯

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়

www.npo.gov.bd

তত্তাবধানঃ

জনাব এস.এম.আশরাফুজ্জামান

পরিচালক (যুগ্ম সচিব), ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও),

শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গবেষণায়ঃ-

১। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম,

যুগ্ম পরিচালক (অ.দা.), এনপিও, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ আকিবুল হক,

গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও, ঢাকা।

৩। মিসেস নাহিদা সুলতানা রত্না,

গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও, ঢাকা।

গবেষণা প্রতিবেদন মুদ্রণেঃ-

মিজ শারমীন আক্তার

অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

সার্বিক সহায়তায়ঃ

১। জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, যুগ্ম সচিব ও পরিচালক (উৎপাদন ও পাট), বিজেএমসি, ঢাকা।

২। জনাব রেজাউল করিম মিয়াজী, উপ মহা ব্যবস্থাপক(উৎপাদন), বিজেএমসি, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ ইব্রাহিম মৃধা, ব্যবস্থাপক (উৎপাদন), বিজেএমসি, ঢাকা।

মুখবন্ধ

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দপ্তর। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে এনপিও শিল্প কারখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যাবলী দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে থাকে । গবেষণা প্রতিবেদনটিও এনপিও'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমান সরকার রূপকল্প "২০২১" এবং Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে উন্নততর ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি পণ্যসমূহের মধ্যে পাট অন্যতম। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ পাট উৎপাদন, পাট প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত। তাই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অত্যাধিক। পাট পণ্য পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসেবে পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। বিগত কয়েক বছর ধরে পাট শিল্পের বৈদেশিক বাজার মন্দার কারণে এ শিল্প মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্প সেক্টরটি বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে এবং বর্তমানে খুবই নাজুক অবস্থায় হয়েছে । এই অবস্থা উত্তোরণের জন্য বর্তমান সরকার অভ্যন্তরিণ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ১৯টি পণ্যে পাটের মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর ৬ মার্চ তারিখে জাতীয় পাট দিবস এবং প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে উৎপাদন মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফলশ্রুতিতে অচিরেই এই শিল্প আবার লাভজনক শিল্পে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন এবং বিক্রয় প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ে অনুরাগী ব্যক্তি ও পাঠক মহলে এ প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যাদি ও পর্যালোচনা হতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, পরিকল্পনাবিদ ও নীতি নির্ধারকগণ সামান্য উপকৃত হলেও এনপিও'র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে । সর্বোপরি এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন হতে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

(এস. এম. আশরাফুজ্জামান)
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
এনপিও।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	সার-সংক্ষেপ	১
২।	ভূমিকা	২
৩।	গবেষণার উদ্দেশ্য	২
৪।	গবেষণা পদ্ধতি	২
৫।	সীমাবদ্ধতা	৩
৬।	গবেষণার ক্ষেত্র	৩
৭।	গবেষণার উপকারিতা	৩
৮।	বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের স্থাপিত তাঁত, চালু তাঁতের বিবরণ (টেবিল-১)	৪
৯।	পাট কলসমূহের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান (টেবিল-২)	৫
১০	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিসংখ্যান (গ্রাফ)	৬
১১।	মোট উৎপাদন ব্যয় (কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং এর অশিল্পজনিত ব্যয়) (টেবিল- ৩ (১)	৭
১২।	মোট উৎপাদন ব্যয়ের (কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং এর অশিল্পজনিত ব্যয়) গ্রাফ	৮
১৩।	মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং এর অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার (টেবিল- ৩(২)	৮
১৪।	মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং এর অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার (গ্রাফ)	৯-১১
১৫।	বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের সংযোজিত মূল্য, সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ও সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রবণতা (টেবিল-৪)	১১
১৬।	সংযোজিত মূল্য, সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ও সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার প্রবণতা (গ্রাফ)	১২
১৭।	সময়মত কাঁচামাল ক্রয় না করায় কাঁচামালের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি এবং মোট ব্যয় বৃদ্ধি (টেবিল-৬)	১২
১৮।	সময়মত কাঁচামাল ক্রয় না করায় কাঁচামালের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি এবং মোট ব্যয় বৃদ্ধি (গ্রাফ)	১৩
১৯।	ফাইন্ডিংস	১৪
২০।	উপসংহার	১৪
২১।	সুপারিশ	১৫
২২	প্রতিবেদনে ব্যবহৃত অনুপাতের ব্যাখ্যা	১৬
২৩	তথ্যসূত্র	১৬

সার-সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের বিগত ৫ বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত উৎপাদন, বিক্রয় এবং সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা, প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে । উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের তুলনায় শুধু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া অন্যান্য সকল বছরে হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের তুলনায় বিক্রয়ের পরিমাণ (মূল্য) শুধু ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া অন্যান্য সকল বছরে হ্রাস পেয়েছে। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের তুলনায় শুধু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পায়, তাছাড়া অন্যান্য সকল বছরে হ্রাস পেয়েছে। পাটকল সমূহে ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল হচ্ছে পাট। পাটকলের উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৮৫%-৯০% কাঁচাপাট বা পাট ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়। কিন্তু কাঁচাপাটের মৌসুমে ক্রয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রতিবছর প্রায় ২৬% কাঁচাপাটের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঁচাপাটের ক্রয় বাবদ এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে উৎপাদন ব্যয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, উৎপাদিত পণ্যের প্রায় অর্ধেক অবিক্রিত থাকায় পাটকলসমূহ বড় ধরণের লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। পাটকল সমূহের অবিক্রিত পণ্যের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকদের সময়মত বেতন ও মজুরী পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ধর্মঘট, কর্মবিরতির কাবনে পাটকলসমূহের নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যা পাটকলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য কাম্য নয়।

গবেষণায় ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের উৎপাদনের লক্ষমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং সেই সংগে প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পায়। পুরাতন যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবলের অভাব, ব্যবস্থাপনায় সমস্যা, উন্নত কাচঁমাল সরবরাহের অভাব, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেশিন ও যন্ত্রপাতির মানসম্মত মেইনটেনেন্স করতে না পারা, সময়মত কাচাঁমালের সরবরাহের অভাবে পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে।

ভূমিকাঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের প্রথম সোপান হিসেবে কাজ করছে শিল্প খাত। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের উন্নয়নেও শিল্প খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে । বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট ও পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে পাটকলসমূহে হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ব্লাংকেট, উন্নতমানের সুতা, বিভিন্ন প্রকারের ডাইভারসিফাইড জুট ব্যাগ ও কাপড় এবং পাটের বহুমূখী পণ্য যেমন –ফাইল কভার, ফ্যাশান ব্যাগ, লেডিস হ্যান্ড ব্যাগ, সেভিং কিটস, জুট টেপ, কুশন কাভার, পর্দা ও কাপড় ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর উৎপাদিত পাটের প্রায় ৮০% পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে । ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিজেএমসি'র বাজেট উৎপাদন ১,৫৫,৩১৭ মে.টন এর মধ্যে অর্জিত উৎপাদন ১,৩৩,৩৮৩ মে. টন, অর্জনের হার ৮৫.৮৮%। বাংলাদেশের পাট **সোনালী আঁশ** হিসেবে পরিচিত । এ দেশে পাট শিল্পের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫০ এর দশকে। এ প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বাংলাদেশের পাট শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন ও এর গুরুত্ব অপরিসীম । এ শিল্পের সংগে দেশের আপামর জনগোষ্ঠী অংগাঅংগীভাবে জড়িত এবং প্রযুক্তিগত বিবেচনায় পাট শিল্প শ্রম নিবিড়। কাজেই এই শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধান সহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের বিগত ৫ বছরের (২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন, বিক্রয় এবং সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করা;

(খ) কাঁচামাল হিসেবে কাঁচাপাট সময়মত ক্রয় না করায় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং এর ঋণাত্বক প্রভাব তুলে ধরা;

(গ) বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের অভ্যন্তরীণ সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করা;

(ঘ) অপচয় কমানোর মাধ্যমে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের লোকসান কমাতে সাহায্য করা;

(ঙ) পাট কলসমূহের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পাট কলসমূহের অবদান বৃদ্ধি করা;

গবেষণা পদ্ধতিঃ

সেকেন্ডারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কাজে বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতাঃ

১। গবেষণায় জনবলের তথ্যে বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক শ্রমিকদের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এ কারণে শ্রম উৎপাদনশীলতার দৃশ্য বাস্তব অবস্থা হতে কিছুটা বিচ্যুতি হতে পারে ।

২। গবেষণা কার্যক্রম অতি সংক্ষিপ্ত সময় (জানুয়ারি ২০১৯ হতে মে ২০১৯) এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়েছে, বিধায় পাটকলসমূহ হতে সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ না করে বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয় হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পাট কলসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে হয়ত গবেষণাটি আরো সমৃদ্ধ হত।

৩। যথাযথ তথ্য-উপাত্ত না পাওয়ার কারণে পাট কলসমূহের মূলধন উৎপাদনশীলতা এবং অপারেটিং প্রফিট নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণার ক্ষেত্রঃ

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি পাট কল ।

গবেষণার উপকারিতাঃ

- গবেষণায় ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (৫ বছরের) সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত উৎপাদনের মূল্য, বিক্রয় মূল্য, লক্ষ্যমাত্রার শতকরা কত অংশ প্রকৃত উৎপাদন এবং প্রকৃত উৎপাদনের শতকরা কত অংশ বিক্রয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে;
- পাট কলসমূহের উৎপাদন সক্ষমতা (তাঁতের) এবং এর কার্যকরি ব্যবহারের শতকরা হার, উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদন ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ;
- পাট কলসমূহের প্রধান কাঁচামাল কাঁচাপাট সময়মত ক্রয় না করার কারণে প্রত্যাশিত ব্যয়ের চেয়ে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে;

  এই গবেষণা প্রতিবেদন হতে গবেষক, পাটকল বা পাটপণ্য সংশ্লিষ্ট, বিজেএমসি'র নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং পাটকল কর্তৃপক্ষসহ সকলেই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে উপকৃত হবেন।

১। বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের ইন্সটলকৃত, চালু এবং বন্ধ তাঁতের বিবরণঃ

সারণী-১

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ইন্সটলকৃত তাঁতের সংখ্যা	১০৯১৪	১০৯১৪	১০৯১৪	১০৯১৪	১০৯১৪
চালু তাঁতের সংখ্যা	৬৭৮৯	৫৩৩৩	৫৪৭৩	৫৮৫৯	৫৬২৬
বন্ধ তাঁতের সংখ্যা	৪১২৫	৫৫৮১	৫৪৪১	৫০৫৫	৫২৮৮

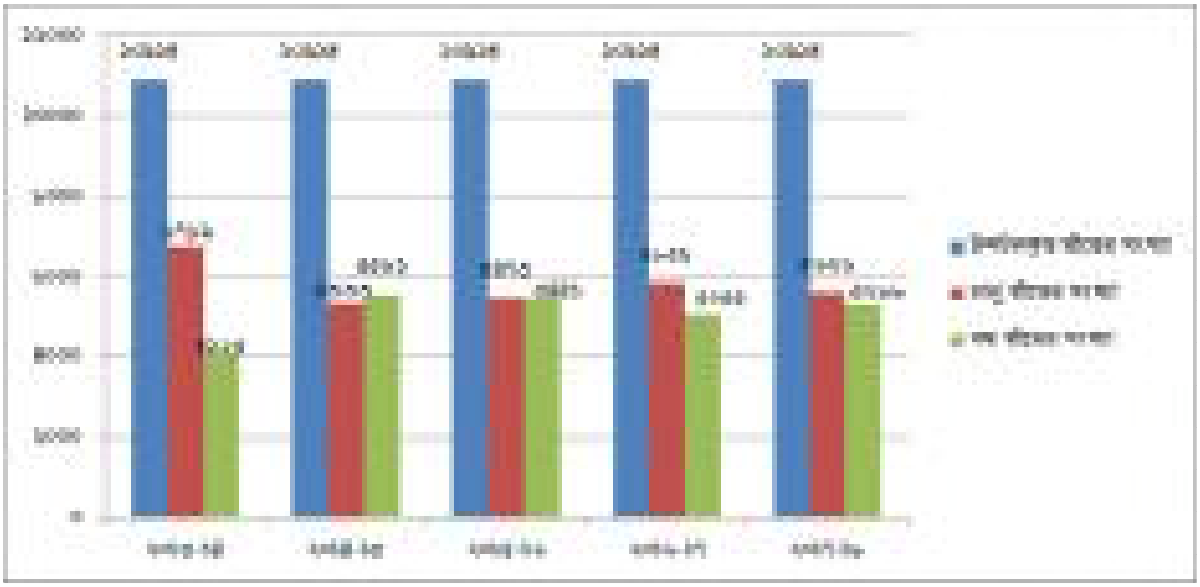

চিত্রঃ ১(১)- স্থাপিত তাঁত, চালু তাঁত এবং বন্ধ তাঁত।

সারণী-১ এ দেখা যায় যে, বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা ১০৯১৪ টি ছিল।

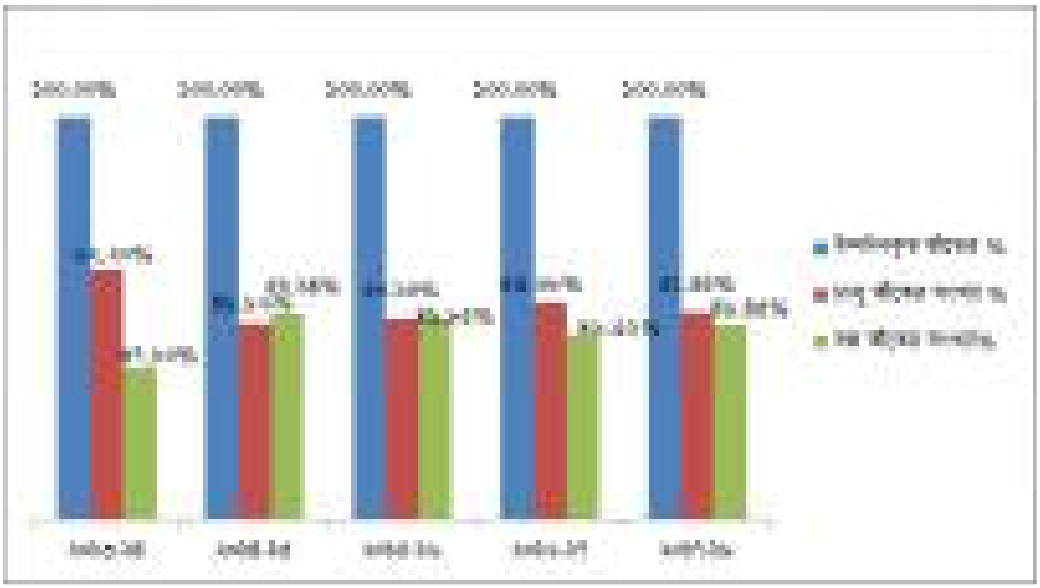

চিত্রঃ ১(২)- স্থাপিত তাঁত, চালু তাঁত এবং বন্ধ তাঁতের শতকরা হার।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ৬৭৮৯ এবং বন্ধ তাতেঁর সংখ্যা ছিল ৪১২৪ যা ইন্সটলকৃত তাঁতের ৬২% ও ৩৮%। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫৩৩৩ এবং বন্ধ তাতেঁর সংখ্যা ৫৪৮১ ছিল যা ইন্সটলকৃত তাঁতের ৪৯% ও ৫১% ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫৪৭৩ এবং বন্ধ তাতেঁর সংখ্যা ছিল ৫৪৪১। যা ইন্সটলকৃত তাঁতের ৫০% ও ৫০% ছিল। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫৮৫৯ এবং বন্ধ তাতেঁর সংখ্যা ৫০৫৫ ছিল। যা ইন্সটলকৃত তাঁতের ৫৪% ও ৪৬% ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ৫৬২৬ এবং বন্ধ তাতেঁর সংখ্যা ৫২৮৮ ছিল, যা ইন্সটলকৃত তাঁতের ৫২% ও ৪৮ ছিল % । ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ইন্সটলকৃত তাঁতের ৪৯% হতে ৬২% পর্যন্ত তাঁত চালু ছিল অর্থাৎ ৪৯% হতে ৬২% তাঁতের কার্যকরী ব্যবহার হয়েছে এবং ৩৮% হতে ৫১% পর্যন্ত তাঁতের কার্যকরী ব্যবহার করা হয়নি।

২। বিজেএমসি'র পাট কলসমূহের উৎপাদনের লক্ষমাত্রা, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্যঃ

সারণী-২

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
উৎপাদনের লক্ষমাত্রা	২৪৪২০১	২৪১৯৩১	২৪২৯১৭	২৭১২০২	২১৬৬৯৮
মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য	১৭৮১৬০	১৩১৯১৩	১৫৯১৭৫	১৮১২৩১	১৬৬৮০৪
মোট বিক্রিত পণ্যের মূল্য	৬১৭৮৮	৭৯৩৮২	৬৪১৫৪.৫৯	৬৭৪৫২.৯৭	৭৪৯৮০

সারণী-২ এ দেখা যায় যে, বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ২৪৪২০১ লক্ষ টাকা, প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১৭৮১৬০.৯ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৬১৭৮৮.২২ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ২৪১৯৩১ লক্ষ টাকা, প্রকৃত উৎপাদন ১৩১৯১৩.০ লক্ষ টাকা ছিল এবং বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৭৯৩৮২.০ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ২৪২৯১৭.০ লক্ষ টাকা, প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১৫৯১৭৫.০ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৬৪১৫৪.৫৯ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ২৭১২০২.০ লক্ষ টাকা ছিল, প্রকৃত উৎপাদন ১৮১২৩১.০ লক্ষ টাকা ছিল এবং বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৬৭৪৫২.৯৭ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ২১৬৬৯৮ লক্ষ টাকা ছিল, প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১৬৬৮০৪.০ লক্ষ টাকা এবং বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৭৪৯৮০.৬৪ লক্ষ টাকা।

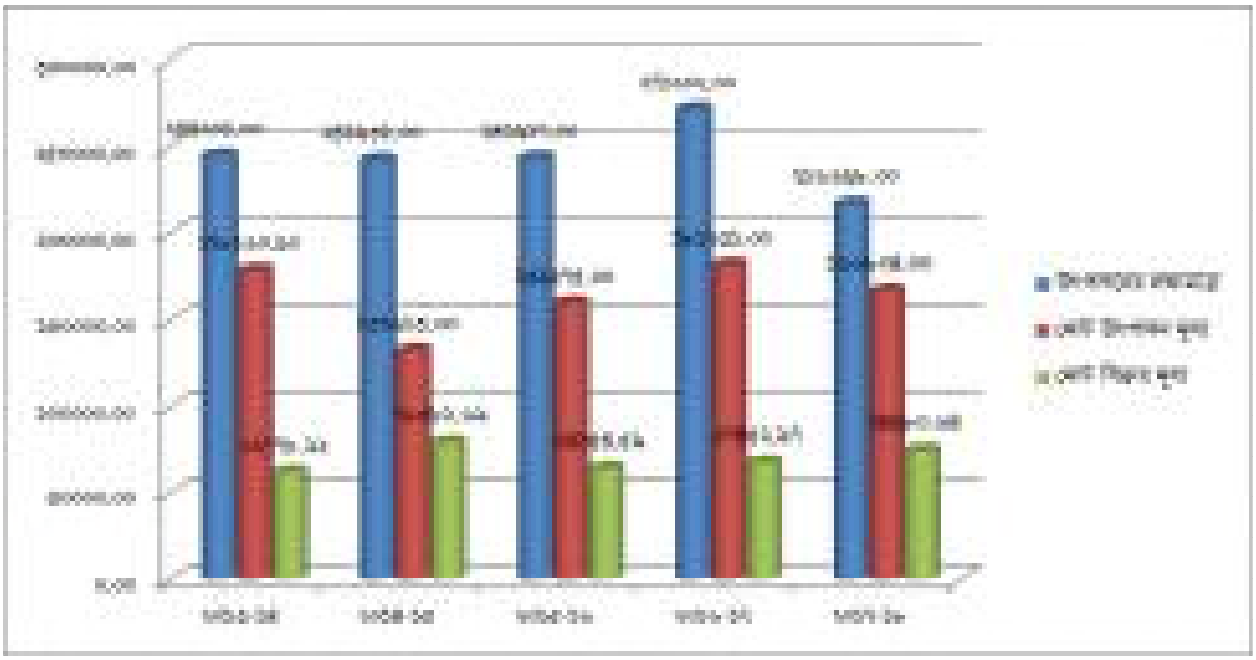

চিত্রঃ ২(১) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত উৎপাদন এবং বিক্রয় মূল্য।

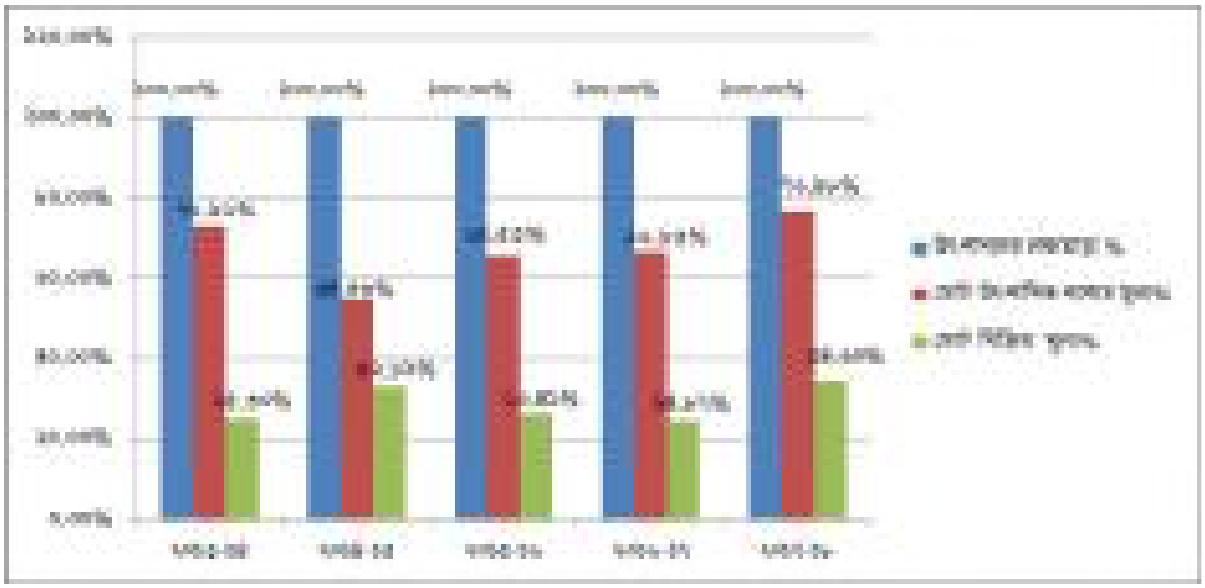

চিত্রঃ ২(২) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, প্রকৃত উৎপাদন এবং বিক্রয়ের শতকরা হার।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ এবং প্রকৃত উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বিক্রয় হয়েছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ প্রকৃত উৎপাদন এবং বিক্রয় হয়েছিল প্রকৃত উৎপাদনের প্রায় ৬০ ভাগ । ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ এবং প্রকৃত উৎপাদনের ৪০ ভাগ বিক্রয় হয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ প্রকৃত উৎপাদন এবং প্রকৃত উৎপাদনের ৩৭ ভাগ বিক্রয় হয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৭৭ ভাগ এবং বিক্রয় হয়েছিল প্রকৃত উৎপাদনের ৪৫ ভাগ ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ প্রকৃত উৎপাদন হয়েছিল এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শুধু ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন বেশি ছিল। তাছাড়া অন্যসকল অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদন পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় কম ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বিক্রয় হয়েছিল এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদনের সর্বোচ্চ ৬০% পর্যন্ত বিক্রয় হয়েছিল। অর্থাৎ উৎপাদনের একটি বিরাট অংশ প্রতিবছর অবিক্রিত থেকে যায়। যা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির বা মুনাফা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৩। মোট উৎপাদন ব্যয় (কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়):

সারণী-৩ (১)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়	৭৬৮১৫.৭৭	৪৯২৯৩.৫২	৬৭৯৪৬.৯৮	৯০২৮০.৪৬	৭৪২৮৮.৮৯
মোট জ্বালানী ব্যয়	৭৬৪২.৭৫	৫৬২২.৯১	৬২৫৫.০৭	৭১৫৭.৮৪	৭০৩১.০৭
মোট অশিল্পজনিত ব্যয়	৩১৭২.০২	২৯৩৬.৫৫	৪০৮৩.১	৩৭৩৯.৬৯	৬৪১৯.৮৮
মোট ব্যয়	৮৭৬৩০.৫৪	৫৭৮৫২.৯৮	৭৮২৮৫.১৫	১০১১৭৭.৯৯	৮৭৭৩৯.৮৪

সারণী-৩ (১) এ দেখা যায় যে, বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৮৭৬৩০.৫৪ লক্ষ টাকা, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৭৬৮১৫.৭৭ লক্ষ টাকা এবং মোট জ্বালানী ব্যয় ৭৬৪২.৭৫ লক্ষ টাকা এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয় ৩১৭২.০২ লক্ষ টাকা।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৫৭৮৫২.৯৮ লক্ষ টাকা, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৪৯২৯৩.৫২ লক্ষ টাকা এবং মোট জ্বালানী ব্যয় ৫৬২২.৯১ লক্ষ টাকা এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয় ২৯৩৬.৫৫ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৭৮২৮৫ লক্ষ টাকা, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৬৭৯৪৬.৯৮ লক্ষ টাকা এবং মোট জ্বালানী ব্যয় ৬২৫৫.০৭ লক্ষ টাকা এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয় ৪০৮৩.১০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ১০১১৭৭.৯৯ লক্ষ টাকা, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৯০২৮০.৪৬ লক্ষ টাকা এবং মোট জ্বালানী ব্যয় ৭১৫৭.৮৪ লক্ষ টাকা এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয় ৩৭৩৯.৬৯ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৮৭৭৩৯.৮৪ লক্ষ টাকা, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৭৪২৮৮.৮৯ লক্ষ টাকা এবং মোট জ্বালানী ব্যয় ৭০৩১.০৭ লক্ষ টাকা এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয় ৬৪১৯.৮৮ লক্ষ টাকা।

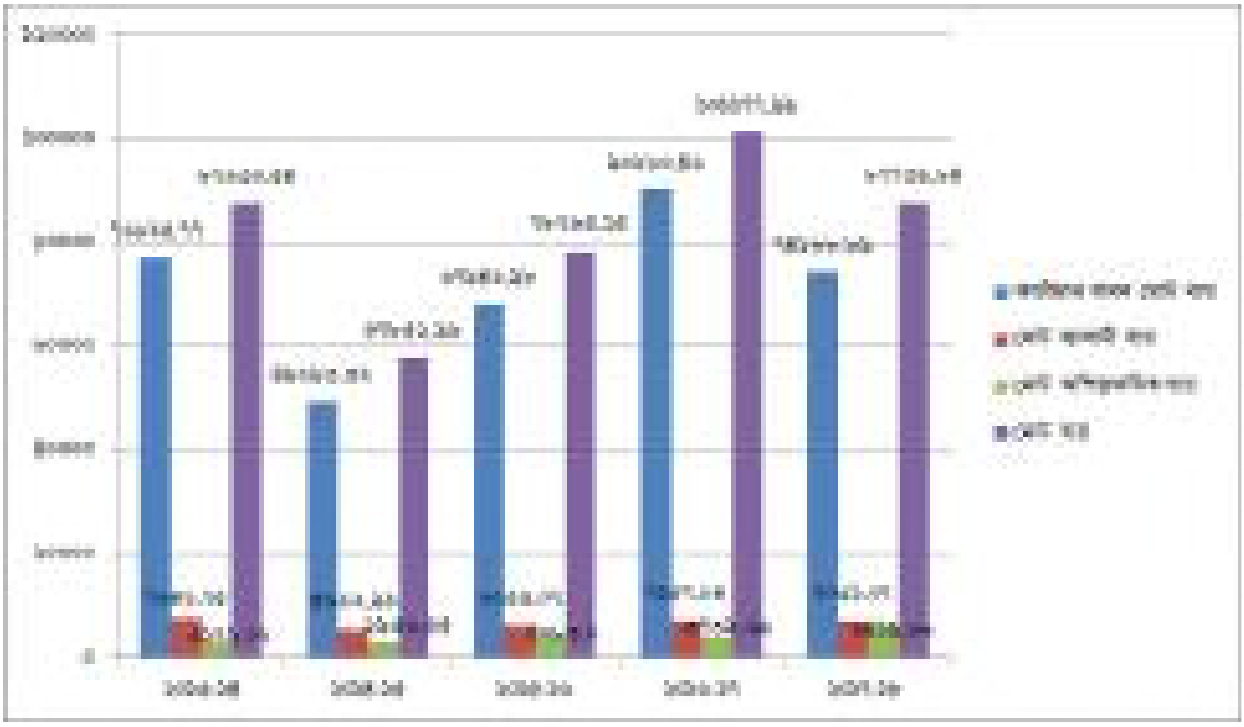

চিত্রঃ ৩(১)- মোট উৎপাদন ব্যয়,কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় ও মোট অশিল্পজনিত ব্যয়)।

৩(২) মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাঁচামাল বাবদ ব্যয়, জ্বালানী ব্যয় এবং এর অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার

সারণী-৩ (২)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মোট কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়%	৮৭.৬৬%	৮৫.২০%	৮৬.৭৯%	৮৯.২৩%	৮৪.৬৭%
মোট জ্বালানী ব্যয়%	৮.৭২%	৯.৭২%	৭.৯৯%	৭.০৭%	৮.০১%
মোট অশিল্পজনিত ব্যয়%	৩.৬২%	৫.০৮%	৫.২২%	৩.৭০%	৭.৩২%
মোট উৎপাদন ব্যয়%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

সারণী-৩(২) এ দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৮৪.৬৭% হতে ৮৯.২৩% পর্যন্ত ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে মোট জ্বালানী বাবদ ব্যয় ৭.৭% হতে ৯.৭২% পর্যন্ত ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয় ৩.৬২% হতে ৭.৩২% পর্যন্ত ছিল।

গবেষণায় দেখা যায় বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের প্রধান কাচঁমাল হচ্ছে কাচাঁপাট এবং মোট ব্যয়ের প্রায় ৮৫% হতে ৮৯% অর্থ কাচাঁপাট ক্রয়ে ব্যয় হয়। কাচাঁপাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সময়মত পাট ক্রয় না করার কারণে প্রতিবছর প্রায় ২০%-২৫% অর্থব্যয় বেশি হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়।

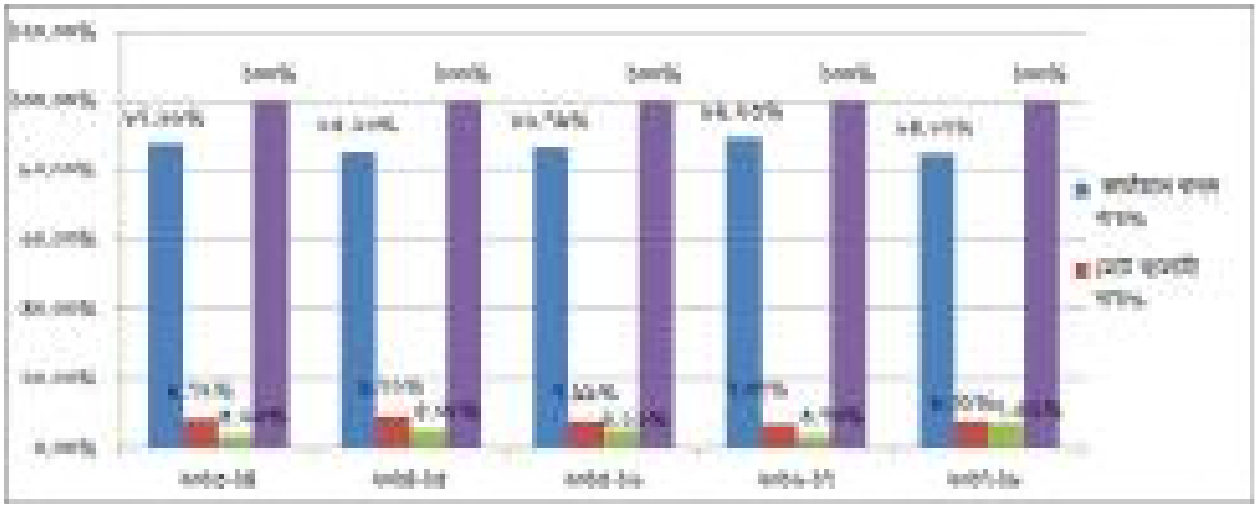

চিত্রঃ ৩(২)- মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয়, মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

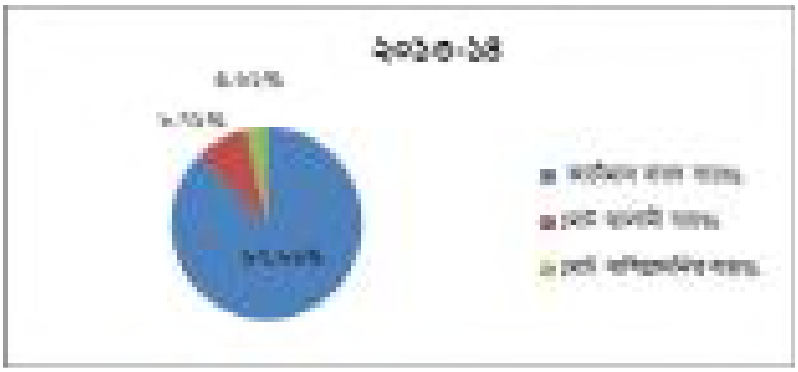

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৮৭৬৩০.৫৪ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৮৭.৬৬%, জ্বালানী বাবদ ব্যয় ছিল ৮.৭২% এবং অশিল্পজনিত ব্যয় ছিল ৩.৬২%।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৫৭৮৫২.৯৮ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৮৫.২০%, জ্বালানী বাবদ ব্যয় ছিল ৯.৭২% এবং অশিল্পজনিত ব্যয় ছিল ৫.০৮%।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

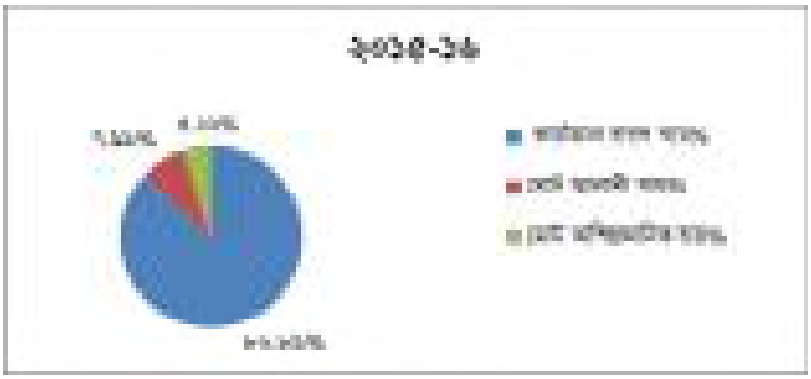

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৭৮২৮৫.১৫ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৮৬.৭৯%, জ্বালানী বাবদ ব্যয় ছিল ৭.৯৯% এবং অশিল্পজনিত ব্যয় ছিল ৫.২২%।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

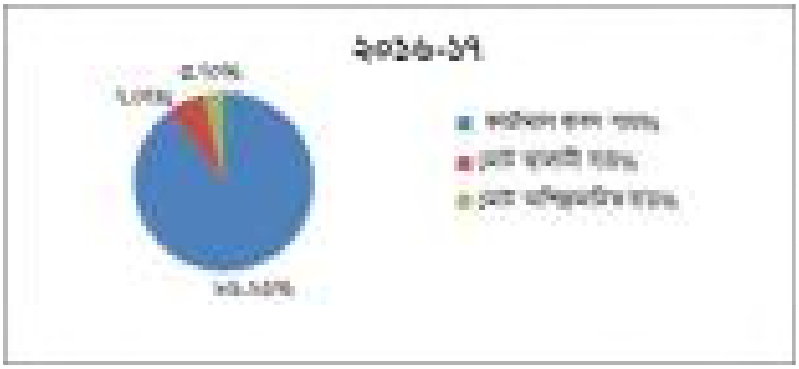

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ১০১১৭৭.৯৯ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৮৯.২৩%, জ্বালানী বাবদ ব্যয় ছিল ৭.০৭% এবং অশিল্পজনিত ব্যয় ছিল ৩.৭০%।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

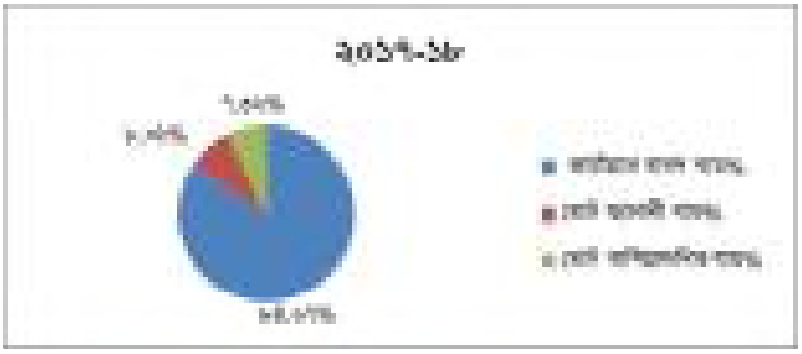

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট উৎপাদন ব্যয় ছিল ৮৭৭৩৯.৮৪ লক্ষ টাকা। উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৮৪.৬৭%, জ্বালানী বাবদ ব্যয় ছিল ৮.০১% এবং অশিল্পজনিত ব্যয় ছিল ৭.৩২%।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মোট উৎপাদন ব্যয়ে কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়, মোট জ্বালানী ব্যয় এবং মোট অশিল্পজনিত ব্যয়ের শতকরা হার।

৪। সংযোজিত মূল্য এবং সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রবণতাঃ

সারণী-৪

বিবরণ	সংযোজিত মূল্য	শ্রম উৎপাদনশীলতা	সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রবণতা
২০১৩-১৪	-২৫৮৫২.৩২	-৫.৮০	১০০
২০১৪-১৫	২১২৫৮.৭১	৫.৩৩	১৯৫
২০১৫-১৬	-১৪১৩০.৫৬	-৩.৭৩	৬৪
২০১৬-১৭	-৩৩৭২৫.০২	-৯.৫৪	-১৬৪
২০১৭-১৮	-১২৭৫৯.২	-৩.৯০	৬৭

সারণী-৪ এ দেখা যায় যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংযোজিত মূল্য ছিল (-) ২৫৮৫২.৩২ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংযোজিত মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সংযোজিত মূল্য ছিল ২১২৫৮.৭১ লক্ষ টাকা । ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংযোজিত মূল্য ছিল (-) ১৪১৩০.৫৬ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংযোজিত মূল্য ছিল (-) ৩৩৭২৫.০২ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংযোজিত মূল্য ছিল (-) ১২৭৫৯.২০ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, সংযোজিত মূল্যের সূত্র অনুযায়ী মোট আয়-মোট উৎপাদন ব্যয়=সংযোজিত মূল্য। কাজেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় সংযোজিত মূল্যের মান (-) ঋণাত্বক হয়। এক্ষেত্রে সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতার মানও ঋণাত্বক হয়।

চিত্রঃ ৪(১) প্রতিবেদনাধীন সময়ের সংযোজিত মূল্যঃ

সংযোজিত মূল্য ২০১৩-১৪ অর্থবছর তুলনায় ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে পুনরায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পায় । ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে শুধু ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিক্রয় বা আয়ের চেয়ে মোট উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ায় সংযোজিত মূল্য ধনাত্বক হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০১৩-১৪, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিক্রয় বা আয়ের চেয়ে মোট উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ায় সংযোজিত মূল্য ঋনাত্বক হয়েছে। যা পাটকলের লোকসানের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম।

চিত্রঃ ৪(২) সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রবণতাঃ

সংযোজিত মূল্যে শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রবণতা ২০১৩-১৪ অর্থবছর তুলনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে অর্থাৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পায় ।

৫। সময়মত কাঁচাপাট ক্রয় না করায় কাঁচাপাটের ক্রয়মূল্য বাবদ ব্যয় বৃদ্ধিঃ

সারণী-৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ব্যবহৃত কাচাঁমাল বাবদ ব্যয়	৭৬৮১৫.৭৭	৪৯২৯৩.৫২	৬৭৯৪৬.৯৮	৯০২৮০.৪৬	৭৪২৮৮.৮৯
সময়মত কাঁচাপাট ক্রয় না করায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যয়	১৯৬৬৪.৮৪	১২৬১৯.১৪	১৭৩৯৪.৪৩	২৩১১১.৮০	১৯০১৭.৯৬
কাঁচাপাট ক্রয়ের প্রত্যাশিত ব্যয়	৫৭১৫০.৯৩	৩৬৬৭৪.৩৮	৫০৫৫২.৫৫	৬৭১৬৮.৬৬	৫৫২৭০.৯৩

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৭৬৮১৫.৭৭ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৪৯২৯৩.৫২ লক্ষ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৬৭৯৪৬.৯৮ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৯০২৮০.৪৬ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যবহৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় ছিল ৭৪২৮৮.৮৯ লক্ষ টাকা।

সময়মত ক্রয় না করায় কাচাঁপাট বাবদ ব্যয় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৬৬৪.৮৪ লক্ষ টাকা যা উৎপাদন ব্যয়ের ২২.৪৪%, ২০৪-১৫ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১২৬১৯.১৪ লক্ষ টাকা যা উৎপাদন ব্যয়ের ২১.৮১%, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭৩৯৪.৪৩ লক্ষ টাকা যা উৎপাদন ব্যয়ের ২২.২২%,২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩১১১.৮০ লক্ষ টাকা যা উৎপাদন ব্যয়ের ২২.৮৪%, এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯০১৭.৯৬ লক্ষ টাকা যা উৎপাদন ব্যয়ের ২১.৬৮%।

২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কাঁচাপাট ক্রয় বাবদ মোট উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে ২১.৬৮% হতে ২২.৮৪% পর্যন্ত। অর্থাৎ সময়মত কাঁচাপাট ক্রয় করলে উৎপাদন ব্যয় ২১% হতে ২৩% পর্যন্ত কম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

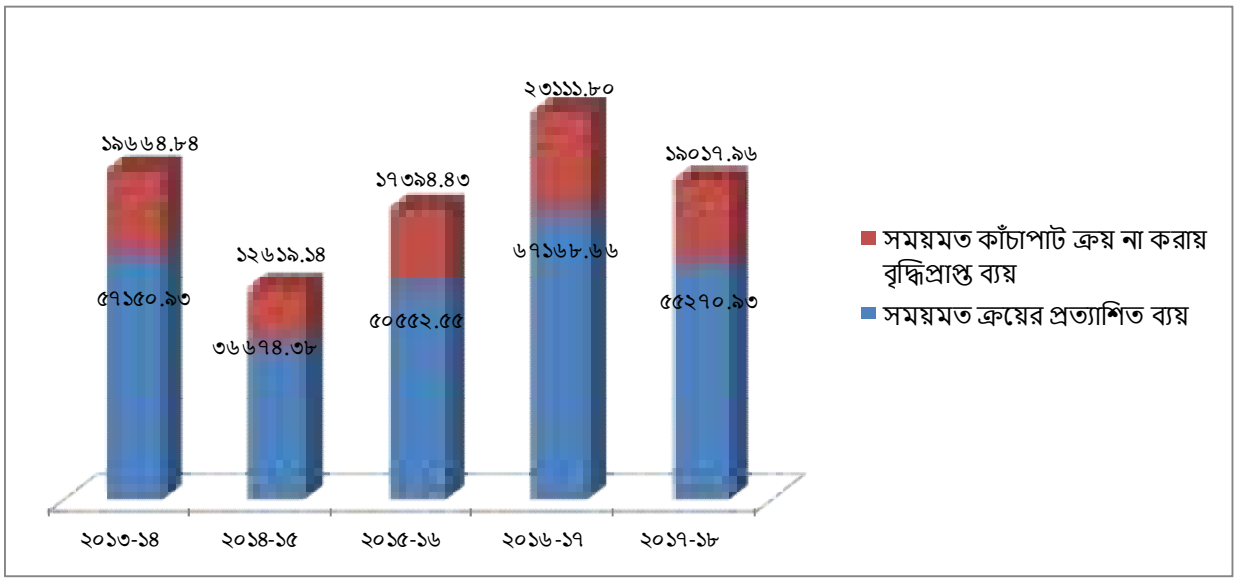

চিত্রঃ সময়মত কাঁচাপাট ক্রয়ের প্রত্যাশিত ব্যয় এবং দেরিতে কাঁচাপাট ক্রয়ের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যয়ের বিবরণঃ

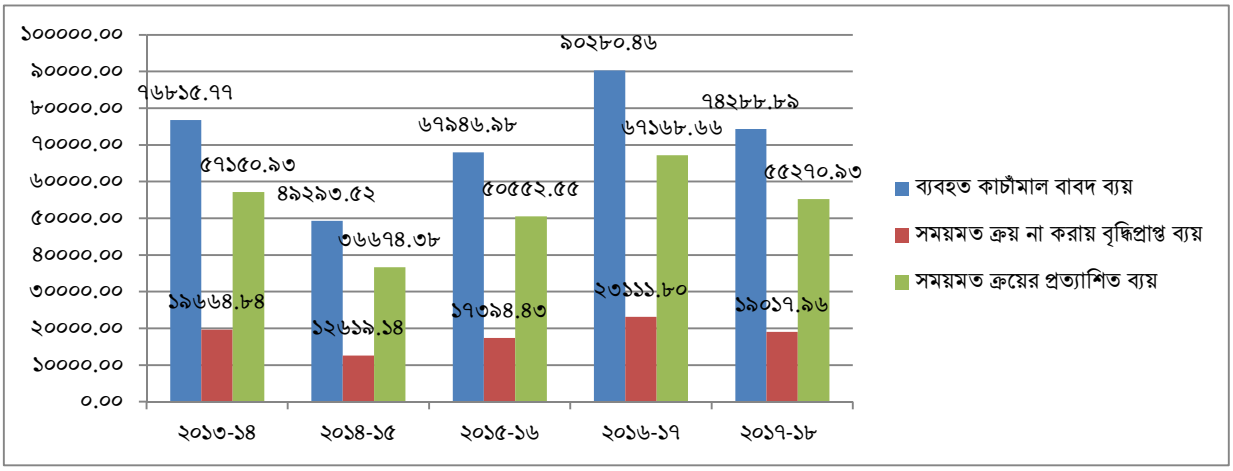

চিত্রঃ কাঁচামাল বাবদ ব্যয়,কাঁচাপাট ক্রয়ের প্রত্যাশিত ব্যয় এবং দেরিতে কাঁচাপাট ক্রয়ের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যয়ের বিবরণঃ

ফাইন্ডিংসঃ

ক) কাঁচাপাট সময়মত ক্রয় না করার কারণে প্রতিটন কাঁচাপাট ক্রয় বাবদ প্রায় ১১.০০ (এগার) হাজার টাকা বৃদ্ধি পায়। বিজিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাট কলসমূহে বছরে প্রায় ১২৩৬৯.১৮ লক্ষ টাকা হতে ২৩১১১.৮০ লক্ষ টাকা কাঁচাপাট ক্রয় বাবদ মূল্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলেও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এজন্য সরকারের সাবসিডি নিয়ে পাট কলসমূহের বেতন-মজুরীসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে হচ্ছে।

খ) উৎপাদিত পণ্যের প্রায় ৪০%-৬০% অবিক্রিত থাকায় পাট কলসমূহ লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

গ) পাটকলসমূহের উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৩৮%-৫২% তাঁত অকার্যকরী বা বন্ধ থাকে।

ঘ) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র ও উৎপাদনের পরিমাণ কমলেও নিয়োজিত জনবলের বেতন ও মজুরী প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পাট কলসমূহের নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঙ) শ্রমিক ধর্মঘট/অসন্তোষ এর কারণে পাটকল উৎপাদন সময়ের প্রায় ১০%-২০% সময় বন্ধ থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাপনার ক্ষতি হয়, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পাটকলসমূহ ক্ষতি/লোকসানের সম্মুখীন হয়।

চ) বিজিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের মেশিন অনেক পুরানো/সেকেলে এবং প্রয়োজনীয় মেইন্টেইন্স এর অভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রায় ২০%-৩০% সময় মেশিন বন্ধ থাকে। ফলে মেশিনের কার্যকরি ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিতকরা সম্ভব হয়না। ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

ছ) উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল বিষয়ে ধারণা/ কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় অতিকম। ফলে সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরা সম্ভব হয়না।

বাজার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে প্রতিবছর বিজেএমসি'র পাটকলসমূহের উৎপাদিত পণ্যের একটি বিরাট অংশ অবিক্রিত থাকে। একদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যের একটি বিরাট অংশ অবিক্রিত থাকায় বিজেএমসি প্রতিনিয়ত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যবাহী বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য উৎপাদনকারী এবং রপ্তানীকারি প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৬৫-৬৮ হাজার কর্মকর্তা, ও কর্মচারি এবং দৈনিক হাজিরাভিত্তিক শ্রমিক এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। পাট কে সোনালী আশঁ বলা হয়। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সময়মত কাঁচামাল ক্রয়ে অপারগতা, উৎপাদিত পণ্যের বিরাট অংশ অবিক্রিত থাকা, অধিকাংশ সময় পর্যন্ত বেতন-মজুরী বকেয়া থাকা, শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘট, জনবলের কার্যকরি ব্যবহার না হওয়া, পুরাতন মেশিনারিজ প্রভৃতি কারণে বিজেএমসি লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এর গৌরবান্বিত ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। বিজেএমসি'র পাটকলসমূহের লোকসানের পরিমাণ কমিয়ে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হল।

সুপারিশঃ

ক) কাঁচাপাটের মৌসুমে অর্থাৎ সময়মত প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট ক্রয় করা;

খ) উৎপাদিত পণ্যের ১০০% বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরা; বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী অভ্যন্তরিন বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ১০টি পণ্যে পাটের মোড়ক ব্যবহারে বাধ্যতামূলক ১০০% নিশ্চিত করা;

গ) পাটকলসমূহের ইন্সটলকৃত তাঁতের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ঘ) বিজিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের মেশিনগুলো আধুনিকায়ন;

ঙ) কার্চমালসহ সকল উপকরণের কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত করা;

চ) সময়মত বেতন মজুরীর ব্যবস্থা করা;

ছ) যেহেতু বিজেএমসি'র পাটকলসমূহে ব্যবহৃত মেশিন গুলো অনেক পুরানো তাই সঠিকভাবে মেশিন মেইন্টেন্যান্স করা প্রয়োজন;

জ) 'উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল' প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, অপচয় রোধ, উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে পাটকলের লোকসান কমানো সম্ভব। কাজেই পাটকলসমূহে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত অনুপাতসমূহের ব্যাখ্যা

১। উৎপাদনশীলতা = কোন উৎপাদনকারী/সেবা প্রতিষ্ঠান যে পরিমান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে থাকে ঐ পরিমান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে যে উপকরণ ব্যয় হয় এ দুইয়ের অনুপাতকে উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদন}}{\text{উপকরণ}}$$

২। উৎপাদন (আউটপুট) = উৎপাদন বলতে উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবাকে বুঝায় । প্রতিবেদনে সংযোজিত মূল্যকে উৎপাদন (আউটপুট) হিসেবে ধরা হয়েছে ।

৩। সংযোজিত মূল্য = বিক্রয় +অন্যান্য আয় + প্রারম্ভিক মজুদ - সমাপনী মজুদ -মোট ব্যয় (শিল্প ও অ-শিল্পজনিত ব্যয়) ।

৪। শিল্পজনিত ব্যয় = উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি ব্যবহৃত কাঁচামাল , জ্বালানী ব্যয় ও প্যাকিং খরচ ।

৫। অ-শিল্পজনিত ব্যয় = উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরোক্ষ ব্যয়সমূহ যথাঃ-মুদ্রণ, মনোহরী, ডাক ও তার, ব্যাংকিং চার্জ, বীমা, পরামর্শক ব্যয়, হিসাব নিকাশ ও নিরীক্ষা ব্যয় ইত্যাদি ।

৬। মোট ব্যয় = শিল্পজনিত ব্যয় + অ-শিল্পজনিত ব্যয় ।

৭। $$\text{সংযোজিত মূল্য শ্রম উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{সংযোজিত মূল্য}}{\text{মোট জনশক্তি}}$$

তথ্যসূত্রঃ

১। বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ব তথ্য-উপাত্ত;

২। বিজেএমসি কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন;